গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৭ সংখ্যা | ২২ - ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার ডাক দিয়ে

রাজপথে এস ইউ সি আই (সি)

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সম্প্রতি রাজ্যপাল এবং শিক্ষামন্ত্রী সংবাদমাধ্যম ও সমাজমাধ্যমে পরস্পরের প্রতি যে অশালীন ভাষায় কথা বলছেন, যে শরীরী ভাষা প্রয়োগ করছেন, যে ধমকি-হুমকি একে অপরকে দিচ্ছেন, তা রাজ্যের শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করছে। এর বিরুদ্ধে এবং জাতীয় শিক্ষানীতির কার্বন কপি রাজ্য শিক্ষানীতি কার্যকর করার বিরুদ্ধে এসইউসিআই(সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতা ও শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়।

কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে এক সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সর্বনাশা শিক্ষানীতির প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর

৫ আগস্টের ভাষণ পড়ে প্রতিক্রিয়া

'প্রভাস ঘোষের ভাষণটি পড়লাম। মনে হল যেন আমাকে উদ্দেশ করেই বলেছেন। এখন আফশোস হয়, সিপিএমের ভুল রাজনীতির পিছনে ছুটে জীবনের বড় সময় নষ্ট করেছি। মার্ক্সবাদী রাজনীতির যে গভীরতা তার ছিটেফোঁটাও ওরা দেয়নি। সেটাই এখানে পেলাম, সঙ্গে পথনির্দেশ। এটাকে ধরেই বাকি জীবনটা বাঁচতে চাই।'

— সুবীর পাল, হাতিবাগান, কলকাতা

মোদিজি-র ধর্ম ব্যবসা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে ভোট প্রচারে বেরিয়ে ভোটারদের উদ্দেশে আকুল আবেদন জানিয়ে বলেছেন— 'হিন্দু ধর্ম বাঁচান। সনাতন হিন্দুধর্ম'। বলেছেন, সনাতন ধর্মের সুরক্ষা একমাত্র তাঁর আমলেই সম্ভব। তারপর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শরণ নিয়ে জানিয়েছেন—'যে সনাতন ধর্মের প্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের অন্ধকার দূর করতে মানুষকে জাগ্রত করেছেন'— ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ মোদিজি বলতে চাইছেন, যে হিন্দুধর্মের জন্য বিবেকানন্দ প্রাণপাত করেছিলেন, সমাজ থেকে অন্ধকার দূর করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা সেই হিন্দুধর্মের সুরক্ষায় ব্যস্ত।

বিবেকানন্দ কী ধরনের হিন্দুধর্ম চর্চা করেছিলেন, তা ব্যাখ্যা করার আগে আমরা একটু দেখে নিই কী ধরনের ধর্মচর্চা মোদিজি এবং তাঁর পূর্বসূরীরা এ দেশের বুকে চালু করেছেন। এ নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ, সেই ইতিহাস বর্তমানে কমবেশি সকলেরই জানা। তবুও মোদিজির দাবির প্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা না বললেই নয়।

যে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব মোদিজি করেন, সেই আরএসএস-বিজেপির ইতিহাস কী? দেশের ঐতিহ্য রক্ষার নামে সমস্ত বস্তাপচা পুরনো চিন্তা মানুষের মগজের মধ্যে গুঁজে দেওয়া, সতীদাহ প্রথার সমর্থন, বাল্যবিবাহের গৌরবগাথা প্রচার, বর্ণব্যবস্থার জয়গান, নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তার বিরোধিতা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালি করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করা, নেতাজি-ভগৎ সিং প্রমুখ মহান দেশপ্রেমিকদের বিশ্বাসঘাতক হিসাবে দেগে দেওয়া, ক্রমাগত মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করে এ দেশে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রচার প্রসার ঘটানো, মানুষের মধ্যে অন্ধ যুক্তিহীন মানসিকতার প্রসার ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদের বুনিয়াদকে পাকাপোক্ত করা, মালিক পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা— এই তাদের ইতিহাস।

ঘৃণার এই দুষ্ট রাজনীতির ফলিত প্রয়োগ হিসাবে আমরা বর্তমানে কী দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি, অদ্ভুত এক আঁধার যেন আমাদের সমগ্র মনোজগতকে গ্রাস করতে চাইছে। ভুলিয়ে দিতে চাইছে এ দেশের সুপ্রাচীন সভ্যতাকে। আমরা ভুলে যেতে বসেছি সেই ইতিহাস— এ দেশে এক সময় হিন্দু সমাজের গুরু প্রবীণ মণ্ডন

সাতের পাতার দেখুন

দীর্ঘ বন্দিজীবনে বিপ্লবী আদর্শনিষ্ঠা এবং বলিষ্ঠতার নজির

কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার ও কমরেড বাঁশিনাথ গায়েন

রাজ্যের পূর্বতন সিপিএম সরকারের সাজানো মামলায় অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘ ১৮ বছর চার মাস জেলে কাটিয়ে অবশেষে হাইকোর্টের রায়ে ১৪ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেলেন এস ইউ সি আই (সি) -র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য ও জননেতা কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার এবং দলের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড বাঁশিনাথ গায়েন। এ দিন কারামুক্তির পর দুই কমরেড বারুইপুর সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে পৌঁছান। সেখানে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। এরপর কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার ও কমরেড বাঁশিনাথ গায়েন জয়নগরে দলের জেলা অফিসে গেলে সেখানেও নেতা-কর্মীরা তাঁদের স্বাগত জানান। পর দিন তাঁরা জয়নগর থেকে কুলতলির ঘটিহারানিয়ার দিকে রওনা হন। পথে দলের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী, দরদি, সমর্থক, নেতা-কর্মী বিভিন্ন মোড়ে গাড়ি থামিয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানান। অনেকে আনন্দে তাঁদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। ঘটিহারানিয়া পার্টি অফিসে কয়েকশো কর্মী-সমর্থক-দরদি তাঁদের স্বাগত জানান। তাঁরা সেখানে শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। শোষণমুক্ত সমাজের লক্ষ্যে পরিচালিত বিপ্লবী আন্দোলনের দুই নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক এবং জননেতা কারামুক্ত হওয়ায় কুলতলি-জয়নগর এলাকায় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

দলের কেন্দ্রীয় দফতরে কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার, সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ও কমরেড বাঁশিনাথ গায়েন (বাঁ দিক থেকে পরপর)

১৯৮৫ সালের ১৪ জানুয়ারি কুলতলি বিধানসভায় চুপড়িঝাড়া অঞ্চলের রাধাবল্লভপুরে এস ইউ সি আই (সি) নেতা ও তৎকালীন স্থানীয় অঞ্চল প্রধান কমরেড বসুদেব পুরকাইতকে কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে।

চারের পাতায় দেখুন

রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড তপন ভৌমিকের জীবনাবসান

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য এবং জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পূর্বতন সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক ৪ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

৩০ আগস্ট সকালে আকস্মিকভাবে মস্তিষ্কে রক্ষক্ষরণ শুরু হলে তাঁকে শিলিগুড়ির একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় ৫ দিন থাকার পর তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

কমরেড তপন ভৌমিকের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত জায়গা থেকে এবং পার্শ্ববর্তী দার্জিলিং, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে দলের কর্মী-সমর্থকরা জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে জড়ো হতে থাকেন। তাঁর মরদেহ তাঁর বাসভবন হয়ে জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে পৌঁছানোর পর উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, গণসংগঠনগুলি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করা হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল, প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শিশির সরকার, পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসুর পক্ষে মাল্যদান করেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য এবং দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, পলিটবুরো সদস্য এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অসিতবরণ দে।

মরদেহ নিয়ে শেষযাত্রায় সহস্রাধিক মানুষের সুসজ্জিত মিছিল দলের জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয় থেকে মাসকলাইবাড়ি শ্মশানে যায়।

কমরেড তপন ভৌমিক ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্র। তৎকালীন সময় উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর পরিবারের প্রয়োজনে জলপাইগুড়ি পৌরসভায় চাকরি নিতে বাধ্য হন। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী এবং এসইউসিআই(সি) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন। এই উপলক্ষে প্রয়াত কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি শহরে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তাঁর বাল্যবন্ধু নারায়ণ প্রসাদ সাহার সাথে কমরেড তপন ভৌমিক অংশগ্রহণ করেন। সেখান থেকেই তিনি মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু সংসারের আর্থিক দায়িত্ব ক্রমাগত বাড়তে থাকায় তিনি ব্যাঙ্কের চাকরি নিয়ে দার্জিলিং চলে যান। সেখানেই কমরেড নারায়ণ প্রসাদ সাহার সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে গণদাবী ও দলের অন্যান্য পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করে প্রচার চালাতেন।

১৯৭১ সালে ব্যাঙ্কের দার্জিলিং শাখা থেকে জলপাইগুড়ি শাখায় বদলি হয়ে আসেন। ফিরে এসেই তিনি কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ও কমরেড জয়দেব মণ্ডলের সাথে সংগঠন বিস্তারের এক কষ্টসহিষ্ণু সংগ্রাম শুরু করেন। তিনি সব সময় অনাড়ম্বর জীবন

জলপাইগুড়ির রবীন্দ্রভবনে স্মরণসভা। ১৩ সেপ্টেম্বর

যাপন করতেন। জলপাইগুড়ির সর্বত্র তিনি দরিদ্র মানুষের ঘরে ঘরে যেতেন। মার্ক্সবাদের কথাগুলো অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করার দ্বারা তিনি অতি সহজেই দলের প্রতি সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করে দলের কর্মীতে পরিণত করতে পারতেন। প্রতিদিন ব্যাঙ্কের কাজ সেরেই তিনি গ্রামে চলে যেতেন। সেখানে পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেলে কমরেডদের সঙ্গে নিয়ে সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতেন ও দলের বক্তব্য রাখতেন।

দলের কোনও দরিদ্র কমরেডের ছেঁড়া বিছানায় হাসিমুখে রাত কাটিয়ে পরদিন শহরে ফিরতেন। এ সময়ে কতদিন শুধু জল খেয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন তার হিসেব নেই। এত কষ্ট সত্ত্বেও গ্রামে যাওয়ার সময় কোনও দিন ভাবেননি বিছানা জুটবে কি না? খাওয়ার জুটবে কি না? তাঁর এই অনাড়ম্বর অথচ শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন বহু মানুষের মধ্যে দলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করত। তাঁর এই বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার সাধনার দ্বারা শুধু যে দলের কর্মীদের বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন তাই নয়, তিনি তাঁর পাড়ার প্রতিবেশীদের ও ব্যাঙ্কের সহকর্মীদের মধ্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাই-বোনেদেরও দলের কর্মীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। তথাকথিত ক্যারিয়ার নিয়ে কোনও দিন মাথা ঘামাননি। দলের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কোনও দিন প্রমোশনের সুযোগ গ্রহণ করেননি। কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যকে বৃহত্তর দায়িত্বে দিয়ে রাজ্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার পর কিছুদিন জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন কমরেড জয়দেব মণ্ডল। তারপর কমরেড তপন ভৌমিক নেতৃত্বের আহ্বানে চাকরি ছেড়ে দিয়ে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিজেকে সর্বক্ষণ দলের কাজে নিয়োজিত করেন।

দলের কোনও কাজকেই তিনি বাধা মনে করতেন না। 'অসুবিধাকে সুবিধায় পর্যবসিত কর' মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের এই চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে ঘরে ও বাইরে অনুসরণযোগ্য কঠোর আপসহীন সংগ্রাম করেছিলেন। বিপ্লবী জীবনের শক্তির প্রধান উৎস হল দরিদ্র শোষিত মানুষের প্রতি অসীম দরদবোধ। সেই দরদবোধ থেকেই তিনি দরিদ্র কমরেডদের প্রতি গভীর নজর দিতেন এবং তাদের ভালবাসতেন।

জলপাইগুড়ি জেলায় যে সমস্ত গণআন্দোলন গড়ে উঠেছে তার প্রতিটিতেই তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। চা-শ্রমিক আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল। দীর্ঘদিন তিনি চা-শ্রমিক সংগঠন 'নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের' সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। দীর্ঘদিন জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পর তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জেলা কমিটিতে কাজ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল এবং বামপন্থী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হল।

১৩ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির রবীন্দ্রভবনে কমরেড তপন ভৌমিকের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে প্রয়াত কমরেডের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান প্রধান বক্তা কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সভার সভাপতি এবং জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড জয়দেব মণ্ডল, প্রয়াত কমরেড তপন ভৌমিকের স্ত্রী কমরেড কবিতা ভৌমিক সহ উপস্থিত রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ। এ ছাড়া সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, সিপিআইএমএল লিবারেশন, সিপিআইএমএলআরআই, পিসিসিসিপিআই(এমএল)এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি জেলার পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

কমরেড তপন ভৌমিক লাল সেলাম

বিদ্যুৎমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ অ্যাবেকার

বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি বিষয়ে রাজ্য বিদ্যুৎমন্ত্রী ও বিদ্যুৎ সচিবের বক্তব্য বলে খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি খবরের প্রতিবাদ করে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস ১৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে জানান,

'মন্ত্রী ও সচিব বলেছেন বলে যা প্রকাশিত হয়েছে, তা এক কথায় সত্যের অপলাপ। গড় বিদ্যুতের এনার্জি চার্জ ২০১৬-১৭ বর্ষে যা ছিল এ বছর একই আছে ইউনিট প্রতি ৭ টাকা ১২ পয়সা।

পিডিসিএল এর চেয়ারম্যান ডঃ পি বি সালিম বলেছেন, বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় ৭০ পয়সা কমেছে। তা হলে তো বিদ্যুতের দাম কমানো সম্ভব। সেখানে ফিক্সড চার্জ গৃহস্থে ছিল সাবসিডি ৫ টাকা দিয়ে ১০ টাকা, এখন হয়েছে ২০ টাকা। মিনিমাম চার্জ গৃহস্থে ছিল প্রতি কেভিএ তে ২৮ টাকা, এখন হয়েছে ৭৫ টাকা। বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ফিক্সড চার্জ ছিল ৩০ টাকা, হয়েছে ৬০ টাকা, ক্ষুদ্রশিল্প গ্রাহকদের ছিল ৫০ টাকা, হয়েছে ৭৫ টাকা, কৃষিতে ছিল ২০\৩০ টাকা, হয়েছে ৪০\৬০ টাকা। মিনিমাম চার্জ বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ছিল ৪০ টাকা প্রতি কেভিএ তে, সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০৫ টাকা। ক্ষুদ্রশিল্প গ্রাহকদের মিনিমাম চার্জ ছিল না, সেখানে প্রতি কেভিএ তে ২০০ টাকা করা হয়েছে। কৃষিতে মিনিমাম চার্জ ছিল না, সেখানে প্রতি কেভিএ তে ৭৫ টাকা করা হয়েছে। বিলে গ্রাহকরা এরই প্রতিফলন পাচ্ছেন।

এইসব বাড়তি টাকা কি রাজ্য সরকার দিয়ে দেবে? তা না হলে বাড়তি বিশাল বিলের টাকা দিতে না পেরে গত এপ্রিল থেকে শত শত ক্ষুদ্রশিল্প গ্রাহক ও কৃষিগ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করার জন্য আবেদন করেছেন কেন? সরকার বলুক ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্রব্যবসা ও কৃষিকে ধ্বংস করার এই ট্যারিফ অর্ডার বাতিল করবে কি না? তা না করলে গ্রাহকরা নিজেদের বাঁচার তাগিদে আন্দোলন তীব্র করবেন। ২৭ সেপ্টেম্বর বিদ্যুৎভবন অভিযান করা হবে।

রিষড়া পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন

রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যোগাযোগকারী বামুনআড়ি রোড সহ বেহাল রাস্তা মেরামত, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার, জঞ্জালমুক্ত পঞ্চায়েত গড়ে তোলা, ডেঙ্গু মোকাবিলায় দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপের দাবিতে ১৫ সেপ্টেম্বর হুগলির রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিল এস ইউ সি আই (সি)।

পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান দাবিগুলি নিয়ে আলোচনায় জঞ্জাল পরিষ্কারের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত কর্মী নিয়োগ করার কথা জানান এবং জনগণের কাছ থেকে সেই কর্মীর বেতনের টাকা আদায়ের প্রস্তাব দেন, যা কিনা ঘুরপথে জঞ্জাল ট্যাক্স চালুর নামান্তর। দলের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর করা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের কথা ঘোষণা করা হয়।

সরকারি বঞ্চনাই আশাকর্মীদের আন্দোলনের পথে নামিয়েছে

এবার শহরের আশা ও গ্রামীণ আশাকর্মীরা যৌথ আন্দোলনে পথে নেমেছেন। ৬ অক্টোবর কলকাতায় বড় জমায়েত করবেন তাঁরা। ১৫ সেপ্টেম্বর জেলায় জেলায় সিএমওএইচ দফতরে তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদিকা পৌলমী করঞ্জাই এবং কেকা পাল বলেন, বিপুল কাজের বোঝা আমাদের উপরে কিন্তু বেতন ভিক্ষাতুল্য।

আশাকর্মীরা সরকারের দ্বারা নিয়োজিত। কিন্তু সরকার তাদের সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে গড়িমসি করে চলেছে। মা ও শিশুমৃত্যু রোধ করা, শহরাঞ্চলের জনসাধারণকে নানা ধরনের রোগ মুক্ত করতে হাসপাতালমুখী করা, ডেঙ্গু নিধন, পোলিও, টিবি, লেপ্রসি, চোখের আলো প্রকল্প, টিকাকরণ কর্মসূচি সহ নানা ধরনের কর্মসূচি সরকার এঁদের দিয়ে করিয়ে থাকে। এ ছাড়াও জনগণনা, পরীক্ষার ডিউটি এবং আরও অন্যান্য কাজের বোঝা সরকার এঁদের উপর চাপায়। কিন্তু বেতন দেওয়া হয় কত? ক্ষোভের সাথে তাঁরা বলেন, বেতন মাত্র ৪,৫০০ টাকা। এই ভিক্ষাতুল্য বেতনে কর্মীদের ভবিষ্যৎ কী? এই বেতন কাঠামোর সাথে সরকারি ন্যূনতম বেতন কাঠামোর বিন্দুমাত্র সাযুজ্য নেই। বঞ্চনা এখানেই শেষ নয়, বিভিন্ন কাজে ভাগে ভাগে যে সামান্য ইন্সেনটিভ পাওয়ার কথা, সেটাও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে আটকে দেয়। যতটুকু হাতে পাওয়ার কথা সেটুকুও ৩ থেকে ৪ মাসের আগে পাওয়া যায় না। চূড়ান্ত হয়রানি ও নিপীড়ন সহ্য করে চলতে হয়। যেখানে খাদ্যসামগ্রী সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য আকাশছোঁয়া, সেখানে এই সামান্য বেতনে পরিবার চালানো অতি দুরূহ হয়ে পড়েছে। ইতিপূর্বে এই অসহনীয় পরিস্থিতির কথা কয়েকবার 'সুডা' ও স্বাস্থ্য ভবনে জানানো সত্ত্বেও বেতনের কোনও সুরাহা হয়নি।

গ্রামীণ আশাকর্মীদের এক হাজার জনসংখ্যায় কাজ করার সুবিধা থাকলেও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রত্যেককে তিন-চার হাজার বা কোথাও তার বেশি জনসংখ্যায় কাজ করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, একটা প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার আগেই অন্য প্রকল্পের কাজ বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাজ তুলে দিতে অমানুষিক চাপ দেওয়া হচ্ছে। না পারলে কাজ থেকে বহিষ্কারের হুমকিও প্রতিনিয়ত দেওয়া হচ্ছে। অসুস্থ কর্মীদেরও রেহাই নেই। জরুরি প্রয়োজনেও ছুটি দেওয়া হয় না। প্রতিনিয়ত কিছু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সরকারি নানা প্রকল্পের কাজ অন্যায়ভাবে চাপিয়ে চলেছে আশাকর্মীদের উপর। ক্ষুব্ধ আশাকর্মীরা লিখিত সরকারি নির্দেশনামা দেখাতে চাইলে তাঁরা দেখাতে অস্বীকার করেন। এমনকি কোন কাজে কত টাকা বরাদ্দ সেটাও জানানো হয় না, যা স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

৬ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন

এই অবস্থায় আশাকর্মীরা তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কিত। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (হু) থেকে আশাকর্মীদের গ্লোবাল হেলথ লিডার সম্মানে ভূষিত করা হলেও এই সম্মান পাওয়া তো দূরের কথা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত হয়রানি ও আর্থিক নিপীড়ন সহ্য করতে হচ্ছে তাঁদের। কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই আশাকর্মীদের এই সমস্যার সমাধানে সহানুভূতিশীল নয়।

বঞ্চিত এই কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। সম্প্রতি রাজ্যে মন্ত্রী, এমএলএ-দের বেতন ৪০ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। কেন আশাকর্মীদের বেতন বাড়ানো হবে না, এই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। এই বঞ্চনা অবসানের দাবিতে রুরাল ও আরবান আশাকর্মীরা যৌথভাবে আন্দোলন শুরু করেছে। তাদের দাবি— সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, মাসিক ২৬ হাজার টাকা বেতন, কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে অবসর নিলে বা মৃত্যু হলে ৫ লক্ষ টাকা অবসরকালীন ভাতা, মাসিক পেনশন ৫ হাজার টাকা, মাতৃত্বকালীন ৬ মাস সহ সব সরকারি ছুটি দিতে হবে। এই দাবিগুলি নিয়েই ৬ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন।

১৫ সেপ্টেম্বর জেলায় জেলায় আশাকর্মীদের পক্ষ থেকে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। (ছবি) কলকাতায় এম আর বাঙুর হাসপাতালে সিএমওএইচ-কে ডেপুটেশন আশাকর্মীদের

● বাংলাদেশের বাম গণতান্ত্রিক জোট ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় যে কেন্দ্রীয় সমাবেশ করেছে, তাতে বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। আগামী সংখ্যায় সমাবেশের খবর ও ছবি প্রকাশিত হবে।

বিজেপি শাসিত আসামে কলেজ ছাত্র সংসদে এ আই ডি এস ও-র জয়

গুয়াহাটির কামাখ্যারাম বরুয়া গার্লস কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ১০টি পদের মধ্যে ৭টি পদেই জয়লাভ করে এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা। শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ ও বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে চাপিয়ে দেওয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে গড়ে ওঠা ধারাবাহিক আন্দোলনের প্রতি ছাত্রীদের বিপুল সমর্থন নির্বাচনের ফলাফলে প্রকাশ পেয়েছে। এই নির্বাচনে সহ সভানেত্রী পদে অনিতা সাহা, সাধারণ সম্পাদক পদে মেহেক বেগম সহ ৭টি আসনে জয়ী হয় এআইডিএসও।

সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ছাত্র সংসদের নবনির্বাচিত সদস্যদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো হয় এবং শিক্ষার প্রাণসত্তা ধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

মন্দিরবাজারে ছাত্রী ধর্ষণে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে
ছাত্র ও মহিলা বিক্ষোভ

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় মন্দিরবাজারের সেকেন্দারপুরে কলেজছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ১৭ সেপ্টেম্বর মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস এবং ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে মন্দিরবাজার মোড় থেকে বটতলা মোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করে থানার আইসি-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরে রাতে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সিপিডিআরএস-এর ডেপুটেশন ঃ মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার পক্ষ থেকে চার সদস্যের এক তদন্তকারী দল ১৭ সেপ্টেম্বর নিগৃহীতা ছাত্রীর বাড়িতে যান। দুষ্কৃতীরা অত্যন্ত প্রভাবশালী হওয়ায় আক্রান্ত ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার দাবি এবং অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে মন্দিরবাজার থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

শিক্ষা বাঁচানোর শপথ নিতে
মহান শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগরের জন্মদিবসে
শিক্ষানুরাগীদের অবস্থান

২৬ সেপ্টেম্বর ● কলেজ স্কোয়ার ● বেলা ২টা

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি

১১ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া জেলার শালডিহা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নিয়মিত ডাক্তার সহ ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা পুনরায় চালুর দাবিতে সিএমওএইচ দপ্তরে সহস্রাধিক মানুষের স্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র সহ স্মারকলিপি দেয় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের ইন্দপুর পশ্চিম শাখা। এলাকার ২২টি গ্রামের মানুষ ওই হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল, অথচ পরিকাঠামো তলানিতে। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে আগে জানানো হলে, তিনি আশ্বাস দিয়েও কোনও সুরাহা করেননি। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা লক্ষ্মী সরকার, শিশির কোলে, দেবাশীষ মাজি ও পিন্টু মাজি।

দীর্ঘক্ষণ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পর লক্ষ্মী সরকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল সিএমওএইচ এর সঙ্গে দেখা করলে, তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উপযুক্ত পরিকাঠামোর দাবিতে বিক্ষোভ

পুরুলিয়ায় রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বেডের সংখ্যা বাড়ানো, বহির্বিভাগে যথাসময়ে চিকিৎসক উপস্থিত থাকা, সিটি স্ক্যান ও ল্যাপরোস্কপি অপারেশন থিয়েটার চালু, হাসপাতালে ভর্তি রোগীর পরিবারের সাথে নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তারের সাক্ষাৎ করানো, ওষুধ সরবরাহ বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসক-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে ১৩ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি) রঘুনাথপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তার আগে নতুন বাস স্ট্যান্ড থেকে একটি মিছিল হাসপাতালের গেট পর্যন্ত যায়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সভার পর এক প্রতিনিধিদল সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেয়। হাসপাতালের সুপার দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে দ্রুত ও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দেন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদিকা কমরেড বন্দনা ভট্টাচার্য সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

অঙ্গনওয়াড়ি ঃ মেখলিগঞ্জ ব্লক সম্মেলন

১৩ সেপ্টেম্বর কোচবিহার ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের মেখলিগঞ্জ ব্লক সম্মেলন হয়। মুক্তি শা গুপ্তাকে সভানেত্রী, মায়া রায়কে সম্পাদিকা ও ভারতী বর্মনকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৮ জনের ব্লক কমিটি গঠন হয়। উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র কোচবিহার জেলা সম্পাদক বিপুল ঘোষ এবং ইউনিয়নের জেলা সংগঠক রিনা ঘোষ।

বলিষ্ঠতার নজির

একের পাতার পর

কিন্তু অন্য একজন স্থানীয় মানুষ গুলিবিদ্ধ হন। গুলির শব্দ এবং আহত ব্যক্তির চিৎকারে চতুর্দিক থেকে অগণিত মানুষ ছুটে আসেন। গণপ্রহারে দুই দুষ্কৃতীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সংবাদপত্র এস ইউ সি আই (সি) বিরোধী কুৎসা চালায়। তৎকালীন শাসকদল সিপিএম ষড়যন্ত্র করে এই ঘটনায় কুলতলির তৎকালীন বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইত সহ এস ইউ সি আই (সি)-র ১১ জন নেতা-কর্মী-সংগঠকের নাম জড়িয়ে দেয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ও জয়নগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় এস ইউ সি আই (সি) দলের শক্তিশালী গণভিত্তিক সংগঠন ভাঙার জন্য কংগ্রেস যেমন সরকারে থাকার সময় তাদের পোষা ক্রিমিনালদের সাহায্যে এস ইউ সি আই (সি)-র

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের চুপড়িঝাড়া অফিসে কারামুক্ত দুই কমরেডকে স্বাগত জানাচ্ছেন এলাকার মানুষ

নেতা-কর্মীদের ওপর আক্রমণ, মিথ্যা মামলা করে গেছে, সিপিএম এবং পরে তৃণমূল কংগ্রেসও সরকারে বসে একই কাজ করেছে। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে সিপিএমের এক মন্ত্রী এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিতে থাকেন।

১৯৯৭ সালে বিশিষ্ট জননেতা কমরেড আমির আলী হালদার, দেবীপুরে পাঁচ জন দলীয় কর্মী, মধুসুদনপুরে রহিমবক্স সর্দার প্রমুখ শহিদ হন। ২০০২-তে কমরেড অশোক হালদার ও মোসলেম মিস্ত্রী সহ বেশ কয়েকজন কমরেড খুন হন। এস ইউ সি আই (সি) দলের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য সিপিএম নেতৃত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে পুলিশ-প্রশাসনকে পরিচালিত করে। রাধাবল্লভপুরের মামলায় তিনবার চার্জশিট বদল হয়। পুলিশের সর্বাত্মক অপচেষ্টা এবং ষড়যন্ত্রে ট্রায়াল কোর্টে দলের ৬ জন নেতা-কর্মীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও ৯ বারের বিধায়ক জননেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত, তৎকালীন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য এবং কুলতলি বিধানসভার বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার, নলগোড়া অঞ্চলের প্রধান ও চুপড়িঝাড়া হাইস্কুলের সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক কমরেড বাঁশিনাথ গায়েন প্রমুখ নির্দোষ প্রমাণিত হন। কিন্তু সিপিএমের ষড়যন্ত্রে প্রায় ২০ বছর বাদে ২০০৫-এ আকস্মিকভাবে হাইকোর্টে মামলা ওঠে এবং কার্যত শুনানিতে অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়েই ট্রায়াল কোর্টের রায় বাতিল করে প্রবোধ পুরকাইত, অনিরুদ্ধ হালদার, বাঁশিনাথ গায়েন, হরিসাধন মালি সহ অন্যদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

২০১৫-র আগস্টে কমরেড প্রবোধ পুরকাইত মুক্তি পান। দীর্ঘ কারাবাসের ধাক্কায় তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই প্রয়াত হন। কমরেড হরিসাধন মালি এবং কওসর বৈদ্য কারান্তরালেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সাজার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর অন্যান্য কমরেডরা মুক্ত হলেও সুপ্রিম কোর্টের রায় সত্ত্বেও এতদিন কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার ও কমরেড বাঁশিনাথ গায়েনকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছিল না।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দল এস ইউ সি আই (সি)-র এই দুই লড়াকু সৈনিক দলের কারাবন্দি অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কমরেডদের সঙ্গে মিলে জেলের অভ্যন্তরেও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে নিয়ে গেছেন। দীর্ঘ কারাজীবনে হতাশা ও গ্লানি তাঁদের কখনও গ্রাস করেনি বরং কারাভ্যন্তরে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কী ভাবে মার্ক্সবাদকে বন্দিদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় তার নিরন্তর চেষ্টা করেছেন। সমাজের নানা সমস্যাকে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সাধারণ বন্দিদের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। জেলে কর্তৃপক্ষের নানা অনিয়ম, বন্দিদের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন এমনকি বন্দিদের দ্বারা বন্দিদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও জেলের ভিতরে তাঁরা বন্দিদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলেন কারাব্যবস্থায় দুর্নীতি এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়েও অধিকাংশ কারাকর্মী এবং অন্যান্য সহ-বন্দিদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। জেলের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী শহিদদের আত্মোৎসর্গ দিবস, মনীষীদের স্মরণ অনুষ্ঠান, দলের প্রতিষ্ঠা দিবস, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস যেমন পালন করেছেন তেমনই যৌথভাবে দলের প্রচার পুস্তিকা পাঠ ও চর্চা করতেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে পরিচালিত এই সংগ্রাম ও মহত্ত্ব লক্ষ করে বহু কারাকর্মী ও বন্দি অনুপ্রাণিত হয়েছেন, আকৃষ্ট হয়েছেন। বহু সাধারণ বন্দি ছাড়া পাওয়ার পর দলের সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীতে পরিণত হয়েছেন।

কমরেড অনিরুদ্ধ হালদারের কারাবাস কালে তাঁর পারিবারিক জীবনে ঘটে গেছে একাধিক সন্তানের মৃত্যু সহ একাধিক গভীর মানসিক আঘাত পাওয়ার মতো ঘটনা। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত শোককে তিনি শক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। জেলে থাকাকালীনই তিনি দলের রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

জেলবন্দি জীবনেও কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার এবং কমরেড বাঁশিনাথ গায়েনের বলিষ্ঠ ভূমিকা সকল কর্মীর বিপ্লবী জীবনসংগ্রামে গভীর অনুপ্রেরণার বিষয় হয়ে থাকবে।

চাঁদও মুনাফার হাতিয়ার!

ভারতের মহাকাশযান চাঁদে অবতরণ করায় আমরা আনন্দিত। এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করতে পারার জন্য সাধুবাদ অবশ্যই প্রাপ্য ইসরোর বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের। এইসব মহাকাশ-অভিযানের উদ্দেশ্য অবশ্যই চাঁদকে জানা, সৌরজগতের নানা গ্রহ-উপগ্রহ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা।

কিন্তু প্রশ্নটা ওঠেই যে, বিশ্বের এতগুলি দেশ একসঙ্গে চাঁদে রকেট পাঠানোয় এত আগ্রহী হয়ে পড়ল কেন? শুধুই কি জ্ঞানার্জন তাদের লক্ষ্য? আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, চিন আগেই চাঁদে ধীরগতি অবতরণ করতে পেরেছিল। জাপান, ইজরায়েল, আজকের পুঁজিবাদী রাশিয়া এরাও চেষ্টা করেছে। এখনও করছে। এমনকি আমেরিকার ধনকুবের পুঁজিপতি ইলন মাস্ক তাঁর কোম্পানির উদ্যোগেই একটি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা গড়ে তুলেছেন, মহাশূন্যে কয়েকটি রকেট উৎক্ষেপণও করেছেন। সাফল্য তেমন কিছু আসেনি। এরকম কঠিন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে ব্যর্থতা আসেই। মহাকাশ-গবেষণায় সবচেয়ে যারা এগিয়ে আছে, সেই আমেরিকা ও পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া, তাদের বেশিরভাগ মহাকাশযানই লক্ষ্যে পৌঁছতে বিফল হয়েছে। ২০০৩ সালে কলম্বিয়া মহাকাশযান দুর্ঘটনায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভোশ্চর কল্পনা চাওলার মৃত্যুর কথা নিশ্চয়ই অনেকের মনে আছে। তাই এখনও পর্যন্ত ইলন মাস্কের মহাকাশ-অভিযানে ব্যর্থতা থেকে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। ভবিষ্যতে সাফল্য আসতেই পারে। আর, তিনি ঘোষণা করেই রেখেছেন, তাঁর লক্ষ্য চাঁদ।

কিন্তু কেন? কারণ হল, চাঁদের প্রাকৃতিক সম্পদ। মনে হতে পারে, চাঁদ তো শুধু একটা রুক্ষ-শুষ্ক গোলক। জল-হাওয়া কিছুই নেই। সেখানে কী পাওয়া যেতে পারে?

পৃথিবীর নানা খনিজ সম্পদ অতিব্যবহারে নিঃশেষ হওয়ার পথে। এদিকে পুঁজিবাদ তার মুনাফার জন্য যেসব জিনিসের বাজার আছে তা উৎপাদন করবেই। তা করতে গিয়ে প্রকৃতির নানা সম্পদ যে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তা তার ধর্তব্যের মধ্যেই নেই। আর যখন তা হয়, তখন নতুন নতুন ক্ষেত্রের দিকে চোখ পড়ে তাদের। এভাবেই এখন চোখ পড়েছে কুমেরুর দিকে, সমুদ্রের তলদেশ থেকে খনিজ আহরণ করা যায় কি না সেই দিকে।

ধরা যাক অ্যান্টার্কটিকায় ভূবিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান চালালেন এবং মূল্যবান কিছু আকরিকের সন্ধান পেলেন। সেখানে খনি তৈরি বা খনিজ উত্তোলনের অধিকার কার থাকবে? সেরকমভাবে সমুদ্রের তলদেশে কোথাও যদি মূল্যবান আকরিক পাওয়া যায়, তা উত্তোলন করার অধিকারী কে হবে? সমুদ্রের তলার জমি কার সম্পত্তি? এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাথমিক ভাবে সেখানে পদক্ষেপ যারা করেছে, তারাই সে অধিকার দাবি করে। তারপর একসময় দাবিদার দেশগুলি বসে বন্টন নিয়ে একটা চুক্তিতে আসে। এমনকি পরমাণু শক্তি নিয়ে যখন চুক্তি হয়, তখনও ব্যাপারটা এরকমই হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি একত্রে বসে সিদ্ধান্ত নেয় যে ১ জানুয়ারি ১৯৬৭-এর আগে যেসব দেশ পরমাণু শক্তিধর হয়েছে, তারাই শুধু পরমাণু শক্তিতে বলিয়ান থাকবে, অন্য কোনও দেশ তা হতে পারবে না।

কুমেরুর ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়েছিল। দেখা গেল, যে সাতটি দেশ প্রথম কুমেরু অঞ্চলে অভিযাত্রী দল পাঠিয়েছিল, সেই আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, চিলে, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, আর ব্রিটেন কুমেরু ভূভাগে তাদের অধিকার দাবি করে বসল। প্রাথমিক অভিযান চালানো দেশগুলির মধ্যে শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা ছিল না। তাই তাদের উদ্যোগে ১৯৫৯ সালে কুমেরু চুক্তি হয়, যাতে কুমেরু কোনও দেশেরই সম্পত্তি নয় এটা স্বীকৃত হয়। সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকা যদি প্রাথমিক অভিযানকারী দেশগুলির মধ্যে থাকত তবে কুমেরুর ভবিষ্যৎ সম্ভবত অন্যরকম হত।

মোদ্দা কথা, এসব ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপের গুরুত্ব থাকে। আর তাই চাঁদে ধীরগতি অবতরণ, সেখান থেকে মাটি নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসা এসব ক্ষমতা অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শক্তিশালী দেশগুলি জানে, একদিন চাঁদের অধিকার নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসতে হবেই। আর তখন অগ্রাধিকার পাবে সেসব দেশ, যারা এ কাজে আগে সাফল্য অর্জন করেছে।

কিন্তু, সত্যিই কি চাঁদ অথবা চাঁদের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে? অথবা তা কি কোনও দেশের, অর্থাৎ সেই দেশের পুঁজিপতিশ্রেণির সম্পত্তি হতে পারে? না, পারে না। চাঁদে সমগ্র মানবজাতির অধিকার। চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছতে যে বিজ্ঞান, যে প্রযুক্তি প্রয়োজন হয়েছে, তা কোনও বিশেষ বিজ্ঞানী তৈরি করেননি। কোনও বিশেষ দেশের বিজ্ঞানীরাও তৈরি করেননি। নানা দেশের বিজ্ঞানী বহু প্রচেষ্টায় তিলে তিলে এই জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন। তাই চাঁদের উপর অধিকার সমগ্র মানবজাতির।

কিন্তু পুঁজিবাদ থাকতে সে অধিকার স্বীকৃত নয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং তার দ্বারা সৃষ্ট যা কিছু, এক কথায় যাকে বলে উৎপাদিকা শক্তি সবই পুঁজির দখলে। তাই এমনকি চাঁদকেও তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবেই দেখবে।

তাই যেসব আকরিক নানা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়, সেগুলির উৎস নিশ্চিত করতে এখন

ছয়ের পাতায় দেখুন

আশাকর্মীদের লাগাতার ধর্মঘট ভাঙতে পারেনি দিল্লি সরকার

দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়ির সামনে ১৫ সেপ্টেম্বর থালা বাজিয়ে বিক্ষোভ দেখান হাজার হাজার আশাকর্মী (ছবি)। ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি নেতৃবৃন্দ। সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির প্রতিবাদে দিল্লি আশা ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন (দাওয়া ইউনিয়ন)-এর নেতৃত্বে আশাকর্মীদের হরতাল ১৯ দিন ধরে চলছে। বিকাশ ভবনের সামনে ধরনা চলছে লাগাতার। সরকারের কোনও হেলদোল নেই। বধির সরকারের কানে দাবি পৌঁছনোর জন্য আশাকর্মীরা আন্দোলনের রাস্তাই বেছে নিয়েছেন।

বিক্ষোভ সভায় সংগঠনের সম্পাদক ঊষা ঠাকুর, সভাপতি সোনুজি এবং মুখ্য উপদেষ্টা ম্যানেজার চৌরাসিয়া, প্রকাশ দেবী, এআইইউটিইউসি নেতা রমেশ পরাশর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ঝাড়খণ্ডে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের আন্দোলনের জয়

ঝাড়খণ্ডের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকারা ১১ দফা দাবিতে ১ আগস্ট থেকে 'ঝাড়খণ্ড অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন'-এর নেতৃত্বে পূর্ব সিংভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনির্দিষ্টকালীন ধরনায় বসেন।

১১ সেপ্টেম্বর জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক(ডিএসডব্লিউ)-এর কাছে ডেপুটেশন দেন তাঁরা। তিনি প্রতিনিধিদের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলি বাদ দিয়ে বাকি দাবিগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। এর মধ্যে রয়েছে মোবাইল রিচার্জ, গ্যাস সিলিন্ডার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, বকেয়া টাকা মেটানো, সাইকেল দেওয়া সহ নানা বিষয়। বাকি দাবিগুলি পূরণে অ্যাসোসিয়েশন লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবে— এই শপথ নিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

পটমদা

চাকুলিয়া

ধরনা প্রত্যাহার করেন।

আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন সংগঠনের সভানেত্রী পুষ্পা মাহাতো, সম্পাদক লক্ষ্মী পাতর, শারদা ভগত, ভানুমতি মাহাতো, ছায়া মাহাতো এবং স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য ইনচার্জ লিলি দাস সহ বহু অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকা।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশে বিক্ষোভ

মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ, মদের প্রসার প্রভৃতি সমস্যার বিরুদ্ধে ১৩ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ফুলবাগ চৌরাস্তায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ সভা হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড রচনা আগরওয়াল বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থে খাদ্যদ্রব্য সহ শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ-পানীয় জলের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই-ই একমাত্র রাস্তা। কমরেডস মিতালি শুক্লা, ধীরেন্দ্র শিবহরে, রাজ্য শ্রমিক নেতা সুনীল গোপাল সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রূপেশ জৈন।

শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার ডাক দিয়ে রাজপথে এস ইউ সি আই (সি)

একের পাতার পর

মণ্ডল, প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক অনুরূপা দাস। কলেজ স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মিছিলে দু'হাজারের বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ওই দিন রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে কিছু দাবি তুলে ধরা হয়। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে সংক্ষিপ্ত সভার পর সেখান থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে এয়ারভিউ মোড়ে শেষ হয়। নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শিশির সরকার, রাজ্য কমিটির সদস্য এবং দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড

শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর

গৌতম ভট্টাচার্য, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অসিত দে, অমল রায়, তন্ময় দত্ত প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আচার্য হিসেবে রাজ্যপালের ভূমিকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনেই নির্দিষ্ট রয়েছে। সেই আইনকে অমান্য করে রাজ্যপাল নিজের পছন্দমতো ব্যক্তিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করছেন— কখনও প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাহীন অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে রাজ্যপাল উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করছেন। তাঁর কি জানা নেই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ বছর অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা ছাড়া উপাযার্য হওয়া যায় না। শিক্ষার স্বার্থের পরিবর্তে বিজেপির স্বার্থরক্ষায় বদ্ধপরিকর রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শ না করে মাঝরাতে চিঠি পাঠিয়েও উপাচার্য নিয়োগ করেছেন। এমনকি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মতামতও চাওয়া হয়নি। আচার্য হয়েও রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের মান্যতা দেননি।

যদিও রাজ্যপাল উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙার সুযোগ পাচ্ছেন তৃণমূল সরকারের ভূমিকায়। তৃণমূল সরকার রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের একের পর এক যে সংশোধনীগুলি বিধানসভায় পাশ করেছে, তারই সুযোগ নিয়ে রাজ্যপাল এরকম বেপরোয়া স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পেরেছেন। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের জন্য 'সার্চ' কমিটি গঠনের আইন সংশোধন করতে গিয়ে ইউজিসি-র নিয়ম লঙ্ঘন করেছে রাজ্য সরকার। সংশোধিত আইন এমন হয়েছে যে, তৃণমূল সরকারের পছন্দের ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ উপাচার্য হতে পারবেন না। এমনকি রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিধানসভায় বিল এনে রাজ্যপালের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে বসানোর ব্যবস্থা করেছে। ফলে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে বদ্ধপরিকর রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকার দুই পক্ষই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কার দখল থাকবে— তা নিয়ে দু'পক্ষের অগণতান্ত্রিক ও অশোভন প্রতিযোগিতায় শিক্ষাক্ষেত্রের সমূহ সর্বনাশ হচ্ছে, ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সংঘাত এমন পর্যায়ে গেছে যে সুপ্রিম কোর্ট 'সার্চ' কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

বক্তারা আরও বলেন, কোনও রাজনৈতিক নেতা, মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যপাল নন, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কোনও শিক্ষাবিদকে আচার্য হিসেবে নিয়োগ করা হোক, যিনি শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে পারবেন। এ ছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করার মধ্য দিয়ে বিজেপি গোটা দেশে শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ করে দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েমের উদ্দেশ্যে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোথাও প্রতিনিধি নির্বাচন করছে না। রাজ্যের তৃণমূল সরকারও এই নীতিতে সিলমোহর লাগিয়েছে। তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বডি থেকে শুরু করে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন করছে না। এস ইউ সি আই (সি)-র দাবি অবিলম্বে সমস্ত স্তরে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি এবং তার কার্বন কপি রাজ্য শিক্ষানীতিকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

তরুণকান্তি নস্করের নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের দপ্তরে স্মারকলিপি দেয়। অন্যদিকে তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধিদল বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে দাবিপত্র দেয়। মন্ত্রী প্রতিনিধিদলকে বলেন, ৮২০৭টি স্কুল যাতে না উঠে যায় তিনি তার চেষ্টা করবেন, অষ্টম শ্রেণি থেকে সেমিস্টার চালু করা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন— পাশ-ফেল নেই, তাই সেমিস্টারে মূল্যায়ন হবে, দশম শ্রেণির পরীক্ষা থাকবে।

মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিলেবাস কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক অভীক মজুমদার। শিক্ষামন্ত্রী রাজ্য শিক্ষানীতি সম্পর্কে দলের লিখিত মতামত চেয়েছেন এবং প্রয়োজনে কমিটির সাথে দলের প্রতিনিধিদের বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন। স্মারকলিপিটি খোলা চিঠি আকারে রাজ্যের সর্বত্র জনসাধারণের উদ্দেশে প্রচার করা হয়েছে।

জীবনাবসান

দলের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড আরতি মণ্ডল অসুস্থ হয়ে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর শয্যাশায়ী থাকার পর ৭ সেপ্টেম্বর বহরমপুরে একটি বেসরকারি চিকিৎসালয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

১৯৭৩-৭৪ সালে ছাত্র অবস্থায় মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া ব্লকের বিশিষ্ট সংগঠক আব্দুস সামাদ-এর মাধ্যমে দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন তিনি। মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল কংগ্রেস পরিবার ও গ্রামীণ সমাজের প্রবল বাধার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে ধীরে ধীরে নিজেকে দলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে থাকেন। তাঁর মধুর ব্যবহার, সমস্ত স্তরের মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা এবং অচেনা পরিবারের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে যাওয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে দলের কর্মী, সমর্থক, দরদি এবং সাধারণ মানুষের একান্ত আপনজন করে তোলে। ১৯৮৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী কালে কমরেড কুণাল বিশ্বাসের সাথে বিবাহসূত্রে বহরমপুরে বসবাস শুরু করেন। আইসিডিএস সুপারভাইজার পদে চাকরিরত অবস্থায় মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি এআইএমএসএস-এর জেলা সম্পাদিকার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। দলের বহরমপুর লোকাল কমিটির সম্পাদিকা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালে দলের জেলা সম্মেলনে জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ছোটদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসায় তিনি অনেকেরই মায়ের স্থান অর্জন করেছিলেন। আরও বেশি সময় নিয়ে দলের কাজ করার জন্যই তিনি চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নেন। তার কিছু দিন পরেই মস্তিষ্কে একটি জটিল অপারেশন করাতে হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি শারীরিক ভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে যান।

কমরেড আরতি মণ্ডলের মরদেহ জেলা অফিসে আনা হলে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়, রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড কুণাল বিশ্বাস, বিভিন্ন গণসংগঠনের জেলা ও আঞ্চলিক নেতৃত্ব। এ ছাড়া দলের পলিটবুরো সদস্য রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল, কমরেড ছায়া মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ মণ্ডলের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁর স্মরণসভা। তাঁর মৃত্যুতে সাধারণ মানুষ হারাল তাঁদের একান্ত আপনজনকে এবং দল হারাল একজন নেতৃস্থানীয় সংগঠককে।

কমরেড আরতি মণ্ডল লাল সেলাম

উত্তর দিনাজপুরে শিক্ষা কনভেনশন

শিক্ষা ধ্বংসের নীলনক্সা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ও রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩ বাতিলের দাবিতে ১৭ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের ঝাড়বারি হাইস্কুলে শতাধিক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষ কমরেড সুরজিৎ সামন্ত এবং এ আই ডি এস ও উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামল দত্ত (ছবি-ইনসেট)। শিক্ষা কনভেনশন থেকে প্রিয়াঙ্কা পালকে সভাপতি ও তাপস পালকে সম্পাদক করে ১৮ জনের জাতীয় শিক্ষানীতি বিরোধী কমিটি গড়ে তোলা হয়।

চাঁদও

পাঁচের পাতার পর

থেকেই নানা দেশ ও ধনকুবেররা তৎপর। এ সবের মধ্যে আছে নানারকম মৌলপদার্থ, যাদের রেয়ার-আর্থ এলিমেন্ট বলা হয়। যখন থেকে জানা গেছে চাঁদে এইসব মৌলের ভালরকম অস্তিত্ব আছে, তখন থেকেই চাঁদের ব্যাপারে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে। যদি একদিন সত্যি সত্যিই চাঁদ থেকে আকরিক আহরণ সম্ভব হয়, তার থেকে কিন্তু সমগ্র মানবজাতির কোনও উপকার হবে না। হবে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির।

তাই পুঁজিবাদী শোষণ, ব্যক্তিগত মুনাফার জাঁতাকল সরাতে না পারলে শুধু পৃথিবীই নয়, চাঁদও রক্ষা পাবে না।

মোদিজির ধর্ম ব্যবসা

একের পাতার পর

মিশ্র, যুক্তির কাছে পরাভূত হয়ে নবীন শঙ্করাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ভুলে যেতে বসেছি, এই ভূখণ্ডের বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য, দর্শনের অমূল্য ভাণ্ডারকে— যা একদিন দুনিয়াকে আলোকিত করেছিল। ভুলে যেতে বসেছি আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্যদের মতো মহান বিজ্ঞান সাধকদের। মোদিজিদের রাজনীতি তা ভুলিয়ে দিচ্ছে। সৃষ্টি করছে একদল যুক্তি-বুদ্ধিবিচারহীন অন্ধমানুষের— যারা ফ্যাসিবাদী তামস রাজনীতির ঝান্ডা উড়িয়ে সভ্যতার উপর নির্বিচারে আক্রমণ হানছে।

এই ধরনের ধর্মান্ধকিছু মানুষ, যারা করসেবক বলে পরিচিত, তাদের লেলিয়ে দিয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। স্লোগান উঠেছিল, 'এক ধাক্কা আউর দো, বাবরি মসজিদ তোড় দো'। সে দিন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল, সাথে সাথে ধ্বংস হয়েছিল ভারতের উদার অন্তরাত্মা। সে দিন বাবরি মসজিদের এক একটা ইট খসে পড়েছিল, সাথে সাথে খসে পড়েছিল যুগ যুগান্তরব্যাপী মহান মনীষার সাধনায় গড়ে তোলা সভ্যতার ইমারত। যে ভূখণ্ডে রামদাস, তুকারাম, কবির, দাদু, নানক, চৈতন্য মহামানবের মিলনের বাণী প্রচার করেছিলেন, সেই দেশে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে হল ঘৃণার রাজনীতির এই বর্বর প্রকাশ, বিংশ শতাব্দীতে! আর এই ঘৃণার রাজনীতির প্রচার প্রসার ঘটিয়ে, দাঙ্গায় দাঙ্গায় দেশটাকে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়ে, মুসলিম বিদ্বেষকে মহামন্ত্র করে মোদিজিদের ক্ষমতায় আরোহণ। এই রাজনীতির সাথে স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান মানুষের সম্পর্ক কোথায়?

বিবেকানন্দ এ দেশের বুকে হিন্দু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উদগাতা। তরুণদের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল— ভুলিও না, জন্ম হইতেই তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। কতিপয় তরুণ তাঁর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের আবেদন নিয়ে গেলে তিনি তাঁদের তিরস্কার করে বলেছিলেন, এত বড় একটা দেশের পরাধীনতার জ্বালা কি তোমরা অনুভব করো না? যাও ইংরাজ তাড়াও গিয়ে। তাঁর ধর্মবোধে সাম্প্রদায়িকতার কোনও স্থান ছিল না। সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি ধর্মের জঘন্য বিকৃতি বলে মনে করতেন। মনে করতেন সব ধর্মের মধ্যেই সত্য আছে। তাই ১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগোর ধর্ম সম্মেলনে বলতে পেরেছিলেন— 'যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমত সহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই স্বীকার করি।'

তিনি আরও বলেছেন—'এটা খুবই স্বাভাবিক যে একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আমার ছেলে বৌদ্ধ,আমার স্ত্রী খ্রিস্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হতে পারি' (বাণী ও রচনা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭২)।

ধর্মান্ধহিন্দুদের উপদেশ দিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন— 'তোমরা যে নিজদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকো, উহা ছাড়িয়া দাও' (ঐ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৭৩)।

তিনি আরও বলেছেন, 'বেদান্তে কোনও সম্প্রদায়, ধর্ম বা জাতির বিচার নাই। কিভাবে এই ধর্ম ভারতের জাতীয় ধর্ম হতে পারে?' (ঐ, খণ্ড৩, পৃষ্ঠা ২৮৬) হিন্দুধর্ম সম্পর্কে এই হল স্বামীজির ব্যাখ্যা ও মতামত।

উদার এই মানসিকতা থেকেই স্বামীজি বলতে পেরেছিলেন— 'মুহাম্মদ সাম্যবাদের আচার্য। তিনি মানবজাতির ভ্রাতৃভাবের প্রচারক। তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ' (৩ এপ্রিল, ১৯০০, আমেরিকা)।

'ইসলাম যেখানে গিয়েছে, সেখানেই আদিম নিবাসীদের রক্ষা করেছে' (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)।

স্বামীজীর এই ধরনের অসংখ্য বক্তব্যের উদাহরণ তুলে ধরা যায়। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও একই কথা বলেছেন। মসজিদে গিয়ে তিনি নমাজ পড়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা দেখিয়েছেন, সব ধর্মের মধ্যেই সত্য আছে এবং সেই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা বলেছেন অন্য ধর্মকে সহ্য করতে হবে, শুধু তাই নয়, অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলও হতে হবে।

মোদিজিরা কি এই চিন্তার চর্চা করেছেন কখনও! তাদের গুরু গোলওয়ালকর কী শিক্ষা দিয়েছেন? তিনি বলেছেন, 'মুসলমানদের কোনও বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাওয়া দূরে থাক, তাদের এমনকি নাগরিক অধিকারও থাকবে না' (উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড, পৃষ্ঠা ২৭)।

আরও বলেছেন, 'মুসলমানরা এ দেশে জন্মেছে ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই জাতির প্রতি তাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গেছে।' বলেছেন, 'মুসলমানরা এখনও ভাবে তারা এ দেশ দখল করতে এসেছে।'

এই ধরনের মুসলিমবিদ্বেষী চিন্তা দ্বারা আরএসএস তার কর্মীদের মননজগৎ গড়ে তুলেছে এবং সেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার জঘন্য প্রকাশ দেখেছি গুজরাটের দাঙ্গায়। মোদিজি তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আমলে, তাঁর নেতৃত্বে যে নৃশংস মুসলিমনিধন যজ্ঞ পরিচালিত হয়েছিল তার তুলনা মেলা ভার। সনাতন ধর্মের এই ধরনের বিকৃতির চর্চাই মোদিজি, তাঁর সংগঠন আরএসএস-বিজেপি নিরন্তর করে চলেছে। এর সাথে বিবেকানন্দের চিন্তার সম্পর্ক কোথায়? বরং বলতেই হবে ওরা প্রতিনিয়ত বিবেকানন্দের চিন্তাকে, তাঁর আদর্শের মর্মবস্তুকে হত্যা করছে। বলতেই হবে, বিবেকানন্দ যদি হিন্দু হন, তা হলে মোদিজি ও তার দলবল হিন্দু নন। হিন্দুধর্মের রক্ষক তো নয়ই। ওরা ধর্মের ব্যবসাদার। ওরা হিন্দুধর্মের প্রতি মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোট বৈতরণী পার হতে চায়, মসনদ দখল করতে চায়।

এটাই সাম্প্রদায়িকতার বৈশিষ্ট্য। সাম্প্রদায়িক শক্তির কোনও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, মমতা নেই, বিশ্বাসও নেই। তারা ধর্মের প্রতি মানুষের আবেগকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগায়। এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য। হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিও কাজে লাগায়, মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিও কাজে লাগায়। বাইরের দিক থেকে মনে হয়, এদের মধ্যে খুব বিরোধ। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। একের শক্তিবৃদ্ধিতে অন্যেরও শক্তি বৃদ্ধি হয়। এদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির মধ্যেও অদ্ভুত মিল। পরাধীন ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি উভয়েই ছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের সমর্থক, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ছিল উভয়েরই বন্ধু, উভয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে, ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গণতান্ত্রিক চিন্তা যাতে এ দেশের বুকে প্রসারিত হতে না পারে সেজন্য এরা উভয়েই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, এরা উভয়েই মার্ক্সবাদ-সাম্যবাদের বিরোধী। এরা উভয়েই কাজ করে পুঁজিবাদের স্বার্থে। ফ্যাসিবাদী মননজগৎ গড়ে তোলাই এদের কাজ। তাই এরা হিটলারের ভীষণ অনুরাগী। এটাই ওদের আসল চরিত্র।

বিবেকানন্দের কথা মাথায় রাখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, সনাতন ধর্ম-টর্ম সব বাজে কথা। এই ধর্ম ওরা মানেও না, বিশ্বাসও করে না। ওদের আসল লক্ষ্য ভোট বাক্স। আসল লক্ষ্য গদি দখল করা। গদি দখল করে কর্পোরেট পুঁজিপতি প্রভুদের সেবা করা। ওদের গত দশ বছরের রাজত্বে দেশের মানুষের সর্বনাশ হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংস হয়েছে, বেকারে দেশ ভর্তি, কোনও কর্মসংস্থান নেই, কলকারখানা বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই চলছে অবাধে, ফসলের দাম না পেয়ে চাষি আত্মহত্যা করছে, নারীর ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত, জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ নিয়ে হানাহানি বীভৎস রূপ ধারণ করেছে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের কোনও অস্তিত্ব নেই— এই হল দেশের বাস্তব চিত্র। এ হল পুঁজিবাদী সর্বাত্মক সংকটের বাস্তব প্রতিফলন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন, পুঁজিবাদ যত সংকটগ্রস্ত হবে, ততই তার প্রয়োজন হবে ফ্যাসিবাদ। ততই তার প্রয়োজন হবে, যুক্তিবুদ্ধি বিচারহীন এক ধরনের উগ্র জনসমষ্টি। মোদিজি ও তাঁর দলবল এই কাজেই কায়মনোবাক্য সমর্পণ করেছেন। এদের স্বরূপ তাই চিনে নেওয়া খুব প্রয়োজন।

জীবনাবসান

দলের কলকাতা জেলার বড়িশা আঞ্চলিক কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড পাঁচুগোপাল মুখার্জী বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় দীর্ঘদিন প্রায় শয্যাশায়ী থাকার পর ২৬ আগস্ট নিজ বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

তিনি শৈশবে পিতৃহারা হয়ে মায়ের সাথে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসেন। মা পরিচারিকার কাজ করতেন। ওই সময় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শীতেশ দাশগুপ্তের সংস্পর্শে এসে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন। ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র কাজে যুক্ত হয়ে বেহালায় সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। নির্বাচন ছাড়াও বিভিন্ন সময় গ্রামাঞ্চলে পড়ে থেকে দলের আদর্শ সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতেন। পরবর্তীকালে তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। সহকর্মীদের দলের আদর্শে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম, নিজের স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নত করার কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে অংশ নেন। দীর্ঘদিন তিনি বড়িশার আঞ্চলিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষক আন্দোলন ও বৃত্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে বিশেষ ভূমিকা নেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে দলের আদর্শে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। নিজের বাড়ি ও জয়নগরের পারিবারিক জমি দলের হাতে তুলে দেন। জয়নগরে সেই জমিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টি-সেন্টার চালু আছে। কমরেড মুখার্জীর হাসিমুখে আপন করে নেওয়ার সহজাত গুণ সকলের কাছেই শিক্ষণীয়। কর্মীদের কাজে ত্রুটি দেখলে ক্ষুব্ধ হতেন, আবার সহজেই কাছে টেনে নিতে পারতেন। তাঁর নিখুঁতভাবে হিসাব রাখা সহ সমস্ত খুঁটিনাটি দিকে লক্ষ রাখা কমরেডদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং অন্যায়ের প্রতিবাদে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন।

দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত। পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে কমরেড সুব্রত গৌড়ী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তীর পক্ষে কমরেড নভেন্দু পাল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশীষ রায়, জেলা ও আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ এবং পাড়ার কল্যাণ সমিতির পক্ষে মাল্যদান করেন। ১৮ সেপ্টেম্বর তাঁর স্মরণসভা শীলপাড়া প্রফুল্ল ম্যারেজ হলে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেড সান্টু গুপ্ত এবং সভাপতিত্ব করেন কমরেড নভেন্দু পাল। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী।

কমরেড পাঁচুগোপাল মুখার্জী লাল সেলাম

বাঁকুড়ায় প্রধান বিদ্যুৎ অফিসে বিক্ষোভ

বাঁকুড়া জেলা জুড়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজের প্রতিবাদে, গৃহস্থ, বাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের উপর ব্যাপক ফিক্সড ও মিনিমাম চার্জ বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রশিল্প গ্রাহকদের একমাস থেকেই প্রতি মাসে শূন্য থেকে বাড়িয়ে প্রতি কেভিএ তে ২০০ টাকা করে এবং কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রতি কেভিএ তে মাসে ৭৫ টাকা করে মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহারের দাবিতে জেলার প্রধান বিদ্যুৎ অফিসে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ ও দপ্তরের সামনে রাস্তা অবরোধ করে সার্ভিস চার্জ, মিনিমাম চার্জ, ফিক্সড চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানানো হয়।

প্রধান বিদ্যুৎ আধিকারিক জানান, বিবেচনার সঙ্গে সমস্যাগুলি দেখে তা জানাবেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে, যে সব ক্ষুদ্রশিল্প বিদ্যুৎগ্রাহক শুধুমাত্র মিনিমাম চার্জের টাকা দিতে পারছে না তাদের লাইন যাতে না কাটা হয় তা বিবেচনা করবেন। বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকা রাজ্য কমিটির নেতা শঙ্কর মালাকার, জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, টাউন সম্পাদক হরিদাস ব্যানার্জী, জেলা সভাপতি অমিয় গোস্বামী প্রমুখ। পরিচালনা করেন জেলা নেতৃত্ব বীরেন মণ্ডল, তারাপদ গরাই, গোবিন্দ ঘোষ, শেখ মনজুর।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

দিল্লি অভিযানের ডাক এআইকেকেএমএস-এর

এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় কাউন্সিল সভা ৯-১১ সেপ্টেম্বর ঝাড়খন্ডের ঘটশিলায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে আলোচনা হয় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কৃষকমারা কৃষিনীতি নিয়ে। আলোচনা হয় বিভিন্ন আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল পরিচালিত সরকারের জনবিরোধী নীতি নিয়েও।

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এই সব নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এই উদ্দেশ্যে এআইকেকেএমএস ১ নভেম্বর দিল্লি অভিযানের ডাক দিয়েছে। এ ছাড়াও সংযুক্ত কিসান মোর্চা যে সব কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, বিশেষ করে ২৬-২৮ নভেম্বর, বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থানের কর্মসূচি, তাকেও সর্বাত্মক সফল করার জন্য ব্যাপক কৃষক-খেতমজদুর জমায়েতের জন্য সংগঠনের ২৩টি রাজ্যের রাজ্য কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এআইকেকেএমএস সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষের কাছে এই কর্মসূচি সফল করার জন্য সাহায্যের আবেদন করেছে।

মথুরাপুর-ঘোড়াদলে দোকান ও বাড়ি উচ্ছেদ

হকার ও দোকানদাররা আন্দোলনে

১৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মথুরাপুর-ঘোড়াদল রোডের হাসপাতাল মোড় থেকে কালীতলা মোড় পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশের প্রায় ৫০০ দোকান ও বাড়ি উচ্ছেদের চেষ্টার বিরুদ্ধেএবং পুনর্বাসনের দাবিতে মথুরাপুর ১ নং ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, মথুরাপুর পশ্চিম ও পূর্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের কাছে এক যোগে মিছিল করে হকার ও দোকানদাররা স্মারকলিপি জমা দেন। নেতৃত্ব দেন অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের মথুরাপুর-ঘোড়াদল রোড ইউনিয়নের সভাপতি সুকান্ত নস্কর ও জ্যোতির্ময় হালদার, সুনন্দন কয়াল ও অজিত হালদার প্রমুখ।

হাওড়া স্টেশনে হকারদের উপর অত্যাচার
তীব্র প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

১৬ সেপ্টেম্বর হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ আন্দোলনকে ঘিরে হাওড়া স্টেশনে রেল পুলিশ হকারদের উপর ব্যাপক অত্যাচার চালায়। এর নিন্দা করে এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, গতকাল হাওড়া স্টেশনে হকারদের উচ্ছেদ কর্মসূচির প্রতিবাদকে দমন করতে আরপিএফ যেভাবে হকারদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, তার নিন্দা করবার কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। বহু প্রতিবাদী হকারকে তারা গ্রেপ্তার করেছে, লাঠিচার্জ করে আহত করেছে অনেককে। এমনকি চিত্র সাংবাদিক, সাংবাদিকদের উপরও তারা আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। তাদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়েছে। পুলিশের রোষ থেকে রেহাই পাননি ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত সাধারণ যাত্রীরাও।

হকাররা সাধারণ যাত্রী ও গরিব নিম্নবিত্ত মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও রেলপথে কিছু সাধারণ খাবার হকারি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সেখানে আইআরসিটিসি সহ নানা বহুজাতিক সংস্থাকে জায়গা করে দেওয়ার জন্যই হকারদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং যার সুযোগ নিয়ে আরপিএফ তোলাবাজি চালাচ্ছে। আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে রেল হকারদের 'হকার আইন ২০১৪' অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সাথে সাথে হকারদের মধ্যে বাঙালি ও বিহারি বলে বিভাজন সৃষ্টির যে চক্রান্ত চলছে তাকেও ব্যর্থ করে তীব্র আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য হকার ও সাধারণ যাত্রীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রতিবাদ এ আই ইউ টি ইউ সি-র

১৬ সেপ্টেম্বর হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ আন্দোলনে হাওড়া স্টেশনে হকারদের উপর রেল পুলিশের ব্যাপক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছেন এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। তিনি বলেন, রেলের সাধারণ যাত্রী, নিম্নবিত্ত যাত্রী এবং সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের হাতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সস্তায় তুলে দিয়েই হকাররা জীবিকা নির্বাহ করে। এই বিশাল বাজার বহুজাতিক সংস্থা দখল করতে চায় বলেই তারা রেল কর্তৃপক্ষ তথা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ। বহুজাতিক সংস্থার এই বাজার তৈরি করে দিতেই রেল কর্তৃপক্ষ হকার উচ্ছেদ করতে কোমর বেঁধে নেমেছে।

উল্লেখ্য, দেশব্যাপী হকার আন্দোলনের চাপেই গড়ে উঠেছিল 'ন্যাশনাল হকার পলিসি'। এই জাতীয় হকার নীতি মেনে হকার আইন ২০১৪ (প্রোটেকশন অফ লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন) তৈরি হয়। সাধারণ মানুষের অর্থে গড়ে ওঠা রেল ও রেল চত্বরকে কেন্দ্রীয় সরকার বহুজাতিক সংস্থা ও বড় বড় পুঁজিপতিদের বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করতে দেবে বলে রেল কম্পার্টমেন্টে হকারদের উঠতে দিচ্ছে না, রেল চত্বরে ব্যবসা করতে দিচ্ছে না। যারা করছে তাদের উপর চলছে নানা ধরনের অত্যাচার। আমরা এই ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে রেল কর্তৃপক্ষকে হকারদের রেল কম্পার্টমেন্টে এবং রেল চত্বরে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

'শিবদাস ঘোষের দেখানো পথেই ভারতের যুবকরা বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছে'
অভিমত নেপালের প্রতিনিধির

৫ আগস্ট এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে ব্রিগেড সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য নেপাল থেকে কলকাতায় এসেছিল একটি বামপন্থী প্রতিনিধিদল। দলের অন্যতম সদস্য কমরেড তুলসীদাস মহারাজন ব্রিগেড সমাবেশ সম্পর্কে নিজের অনুভূতি জানিয়েছেন।

২৮ বছর আগে ১৯৯৫ সালে আমি প্রথমবার কলকাতা এসেছিলাম এসইউসিআই(সি)-র একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে। সেই সময় কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলন। সেখানে এসে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এসইউসিআই(সি)একটি বিপ্লবী কমিউনিস্টপার্টি যার রয়েছে একটা ভিন্ন ধরনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য।

এ বছর আবার আমি কলকাতায় এসেছি এই পার্টিরই আরেকটি কর্মসূচি, দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রিগেড ময়দানের সমাবেশে যোগ দিতে। নেপাল থেকে আসা প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে আমি এবার কলকাতায় এসেছি।

২৬টি রাজ্য থেকে নেতারা এবং হাজার হাজার কর্মী এই সমাবেশে এসেছিলেন। সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন কয়েক লক্ষ মানুষও। ভারতের প্রচারমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন বলছিলেন যে, বুর্জোয়া নানা রাজনৈতিক দল এমনকি তথাকথিত বামপন্থী দলগুলিও সহজে ব্রিগেড ময়দানে সমাবেশ ডাকতে চায় না। এ বছর এসইউসিআই(সি)-র এই ব্রিগেড সমাবেশে অভূতপূর্ব জনসমাবেশ দেখে প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন।

৫ আগস্ট ব্রিগেড ময়দানের বিশাল জনসমাবেশ দেখে মনে হল ভারতের শ্রমজীবী মানুষ এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে বিপ্লব সফল করার শপথ নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা নিশ্চিত যে ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা প্রদর্শিত পথেই। ব্রিগেড ময়দানে দলের কিশোর সংগঠন কমসোমলের মার্চপাস্টখুবই আকর্ষণীয় ছিল। এ থেকে বোঝা গেল কমরেড শিবদাস ঘোষের দেখানো পথ ধরে দলের যুবকরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ব্রিগেড ময়দানের বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন মূলত বাংলাতেই। অল্প কিছুক্ষণ তিনি ইংরেজিতে বলেছিলেন। আমরা নেপাল থেকে যারা এসেছি তারা তাঁর ইংরেজি ভাষণ বুঝতে পেরেছিলাম। গত শতকের চল্লিশের দশকে কমরেড শিবদাস ঘোষ পার্টিটি গড়ে তুলতে কী কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন, বিস্তৃত ভাবে কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁর ভাষণে সে কথা উল্লেখ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখান, কেন ভারতবর্ষের বুকে এসইউসিআই(সি)-ই একমাত্র সাম্যবাদী দল।

৭ আগস্ট আমাদের সুযোগ হয়েছিল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের সঙ্গে দেখা করার। এই বৈঠকটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ৮৮ বছর বয়স্ক এই প্রবীণ মানুষটির আবেগ, সাহস এবং আত্মবিশ্বাস দেখে আমি ভীষণভাবে মুগ্ধ হয়েছি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com